দৈনিক
ইনকিলাব

৪৩

তারিখ ... JUN 30 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২ ...

বাজেটে বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবী পূরণে বরাদ্দ নেই

শিক্ষামন্ত্রী লা জবাব : শিক্ষক আন্দোলন বন্ধে তথাকথিত নেতার বিভ্রান্তিকর প্রচারণা

ইনকিলাব রিপোর্ট

সর্বশেষ ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জন্য পাসকৃত বাজেটেও শিক্ষক সমাজের সাথে জোট সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেনি। শিক্ষকদের দাবী পূরণে চূড়ান্ত এ বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দে কোন পরিবর্তন যেমন পরিলক্ষিত হয়নি, তেমনি গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাজেট পাসের আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে কোন ইতিবাচক ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। বরং শিক্ষকদের দাবী পূরণ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের জোরালো দাবীর প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক জোট সরকারের আমলে শিক্ষা খাতের সাফল্যের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। আন্দোলনরত প্রায় আট লাখ শিক্ষকের দাবীর প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। এমনকি সংসদে দীর্ঘ বাজেট আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী বহুবার অংশ নিলেও একবারের জন্যও বিষয়টি আলোকপাত করেননি। উপরন্তু তার সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে লালিত-পালিত একটি শিক্ষক সংগঠনের তথাকথিত এক নেতাকে দিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলন ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। গ
বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে তার দপ্তরে বৈঠক শে
অর্থ আত্মসাৎ ও জালিয়াতি মামলার আসামী মোঃ সেলি
ভূঁইয়া সংবাদ মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে শিক্ষ
আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টায় লি
হয়েছেন। শিক্ষকতা পেশা ও শিক্ষকদের স্বার্থবিরো
তৎপরতার নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ওই নেতা শিক্ষামন্ত্রী
বরাত দিয়ে প্রচার করছেন যে, বেসরকারী স্কুল-কলেজ
মাদ্রাসা শিক্ষকদের

বাজেটে বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা

ষ্ঠার পর

বেতনের দাবী মেনে নিচ্ছে সরকার।
ধ শিক্ষকদের দাবী পূরণে অর্থমন্ত্রীকে
হিসেবে চিহ্নিত করে ওই নেতা
কারণে শিক্ষামন্ত্রী কোন কার্যকর
পালন করতে পারছেন না বলেও
লাচ্ছেন। বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও
শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে
র ভূমিকা সম্পর্কে গতকাল বাজেট
ধ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয়
কমিটির দুই প্রভাবশালী সদস্য
বর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,
আন্তরিক হলে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত এ
বাস্তবায়নে কোন কঠিন বিষয় ছিল না।
১ হাজার কোটি টাকা বেতন-ভাতা
য়া হচ্ছে, সেখানে ১০% বর্ধিত
জন্য ৩শ' কোটি টাকা বড় কিছু নয়।
। উদ্যোগ নিলে এখনো এ বিষয়টি
কারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের রাজপথে
করতে হতো না। প্রসঙ্গত কমিটির
সদস্য বলেন, বিষয়টি [illegible]
বৈঠকে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি,
। কোন গুরুত্ব দেননি। এক প্রশ্নের
এনপির এ সদস্য বলেন, শিক্ষা খাতে
সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।
যদি শিক্ষকদের দাবীটি সম্পর্কে
বুঝাতেন তাহলে এত ক্ষুদ্র বিষয়টি
না করার কথা নয়। তাছাড়া এর
অর্থমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে শিক্ষক ও শিক্ষা
উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান
। যদি কেউ শিক্ষকদের দাবী পূরণে
কে বাধা হিসেবে মন্তব্য করেন তাহলে
ত হবে এ ধরনের প্রচারণার পেছনে
কোন ব্যক্তি বা মহলের অশুভ লক্ষ্য
শিক্ষামন্ত্রীর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন
ইনকিলাবকে বলেন, বেসরকারী
র জন্য জোট সরকারের মেয়াদে যা
হয়েছে সবকিছু ম্লান করে দিচ্ছে ১০%
বেতনের বিষয়টি। এ বিষয়ে নীতিগত
নিলেই হতো। শিক্ষা ব্যবস্থায় যে
আছে সেগুলো বন্ধ করতে পারলে প্রায়
টি টাকা সাশ্রয় সম্ভব। তার পাশাপাশি
প্রতিবছর বিভিন্ন কারণে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ফেরত যাওয়া প্রায় আরো ১শ' কোটি টাকা থেকে যাচ্ছে। এই দুইটির সাথে সামান্য যোগ করলেই দাবীটি পূরণ সম্ভব ছিল।

উল্লেখ্য, বেতন বৈষম্য দূর করা, চাকরি জাতীয়করণ, বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সাথে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০০ ভাগ বেতন সরকারী কোষাগার থেকে পূরণের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন-সংগ্রাম করলেও এ আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ হয় নতুন অর্থবছরের জন্য সংসদে বাজেট পেশ হওয়ার পর থেকে। দাবী বাস্তবায়নে চূড়ান্ত বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবীতে একে একে সকল সংগঠন রাজপথে আন্দোলনে নেমে আসে। আমরণ অনশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনগুলো। নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের এ আন্দোলন থেকে সরকারের পক্ষ থেকে সরিয়ে নিলেও বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক সংগঠনগুলো চূড়ান্ত বাজেটের অপেক্ষায় থাকে। এসব সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে দাবী আদায় না হলে পহেলা জুলাই থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের কর্মসূচীও ঘোষণা করে।